[redacted] Imprint of Tagore in My Life

Authors: Sumela Dutta, Rohita Biswas

Submitted: 6. August 2025
Published: 11. August 2025
Volume: 12
Issue: 4

Affiliation: Independent Scholar

Languages: Bengali
Keywords: Rabindranth Tagore; Cultural Nationalism; Bengali Renaissance.
Categories: News and Views
DOI: 10.17160/josha.12.4.1069

Abstract:

This reflective essay explores the profound influence of Rabindranath Tagore, a renowned Indian poet, philosopher and Nobel laureate, on the author's life. From early childhood through school recitations, dance, and literature, Tagore's presence was a constant companion. His poems and songs introduced the author to themes such as love, devotion, patriotism, and humanity, whereas his essays and stories shaped her moral and social values, her secular mindset, and her sense of self-reflection. From adolescent musings on identity to adult resilience during crises such as the global pandemic of 2020, Tagore's words have offered solace, strength and clarity. The essay intertwines personal anecdotes with literary quotations to emphasize Tagore's enduring relevance. Serving as both a tribute to his enduring genius and a testament to how his works continue to guide and comfort generations, enriching lives across cultural and spiritual dimensions, it demonstrates the profound influence of Rabindranath Tagore on the author's life.

JOSHA

josha.org

Journal of Science, Humanities and Arts

JOSHA is a service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content

JOSHA Journal of Science, Humanities and Arts

August 2025 Volume 12, Issue 4

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ Imprint of Tagore in My Life

Sumela Dutta, Rohita Biswas
sumela.debroy@gmail.com
Independent Scholar, Mumbai, India; University of Freiburg & Journal of Science, Humanities and Arts, (JOSHA), Freiburg im Breisgau, Germany

Abstract

This reflective essay explores the profound influence of Rabindranath Tagore, a renowned Indian poet, philosopher and Nobel laureate, on the author's life. From early childhood through school recitations, dance, and literature, Tagore's presence was a constant companion. His poems and songs introduced the author to themes such as love, devotion, patriotism, and humanity, whereas his essays and stories shaped her moral and social values, her secular mindset, and her sense of self-reflection. From adolescent musings on identity to adult resilience during crises such as the global pandemic of 2020, Tagore's words have offered solace, strength and clarity. The essay intertwines personal anecdotes with literary quotations to emphasize Tagore's enduring relevance. Serving as both a tribute to his enduring genius and a testament to how his works continue to guide and comfort generations, enriching lives across cultural and spiritual dimensions, it demonstrates the profound influence of Rabindranath Tagore on the author's life.

Keywords: Rabindranth Tagore; Cultural Nationalism; Bengali Renaissance.

লেখাটা লিখতে বসে প্রথমেই মনে হচ্ছে, এতদিন কেন লিখিনি এই বিষয়ে?আমার চির-পুরাতন ,চির-নতুন রবীন্দ্রনাথ! সেই জ্ঞান হওয়ার আগে থেকে যাঁর সৃষ্টি আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে , বহুবার চেতনে-অবচেতনে প্রভাব ফেলেছে , সেই আত্মোপলব্ধি থেকেই আজ এই লেখা।

আমার সৌভাগ্য আমি কলকাতা শহরের নব নালন্দা স্কুলে পড়াশুনা করেছি। আমাদের স্কুল যাঁরা তৈরি করেছেন সেই আর্য মিত্র -ভারতী মিত্র মহাশয়-মহাশয়া শান্তিনিকেতনের [1] ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। ফলতঃ ,তাঁদের তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রভাবনার ছায়া থাকবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। স্কুলে বরাবর মহাসমারোহে পালিত হয়েছে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব। সহজ পাঠ হাতে পেয়েছি জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই- মুখস্থ করেছি "কুমোর পাড়া গরুর গাড়ি , বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি " , "তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে , সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে " , পড়েছি মেঘমালার গল্প। তখন অবশ্য তিনি কে কিছুই বুঝতাম না , শুধু তাঁর কবিতার মাধুর্যের ছন্দ উপভোগ করতাম।

ছোটবেলা থেকে নাচ শিখেছি , নাচের স্কুলের নাম রবি-তীর্থ। স্বয়ং সুচিত্রা মিত্র এই রবিতীর্থ গড়ে তুলেছিলেন । তাই এখানেও পেলাম তাঁর ছোঁয়া-শিখলাম প্রথম রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে নাচ "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে , বাদল গাছে টুটি , আজ আমাদের ছুটি ও ভাই " , "ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা"। সেই বাল্যকাল থেকেই স্কুল , নাচের স্কুল সব জায়গাতেই পেয়েছি এই মহীরুহের ছোঁয়া।

ছোটবেলা থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অব্দি বাংলা পড়েছি । ইতিমধ্যে পড়েছি রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ,গদ্য , প্রবন্ধ ও ছোট গল্প । সামান্য ক্ষতি, নগরলক্ষ্মী,পূজারিণী, পুরাতন ভৃত্য ,দেবতার গ্রাস,দুই বিঘা জমি -কৈশোর বেলায়ে পড়া এক একটা কবিতা শিখিয়েছে একেক রকমের মূল্য বোধ। ওনার "ছেলেবেলা " ও পড়েছি আমার মেয়েবেলাতেই। ওই যে কথাটা, "এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে " আমার কৈশোর মনে এতটাই সুদৃঢ় ভাবে দাগ কাটে যে ওই কথাগুলিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য আজও তৎপর থাকি।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সমুদ্রে এসে পড়লাম। প্রেম,আধ্যাতিক প্রেম এই সবেরই প্রথম উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে-সখি, ভাবনা কাহারে বলে , সখি ,যাতনা কাহারে বলে ,কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া,তুমি রবে নীরবে,আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে , ভালোবাসি, ভালোবাসি-এসব গান ছাড়া কি প্রেম হয়?

কলেজে শ্রুতি নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখতে গিয়ে একবার চোখে পড়ল এক অপূর্ব পংক্তি-" আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়, আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি, পথে যে জন ভাসায় , যে জন যায় না দেখা , যায় যে দেখে , ভালোবাসে আড়াল থেকে , আমার মন মজেছে ,সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়"-অনুভব করলাম গোপন প্রেমের অনন্য অনুভূতি। সত্যি করের প্রেমের অনুভূতি তো চিরকালীন,অনন্ত,তার খোঁজ দেন কবি "হঠাৎ দেখা" কবিতায় যেখানে তিনি লিখছেন, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে"।

মাঝে মাঝে অবাক হয়েছি , পূজার গান কে প্রেমের গান ভেবেছি আর প্রেমের গান কে পূজার গান। পরে একদিন সুনীল গাঙ্গুলীর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় এক সাক্ষাৎকার দেখে সেই দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। সেই সাক্ষাৎকার থেকেই জানতে পারি " দেবতারে প্রিয় করি , প্রিয়রে দেবতা " এই ধারণা আমাদের উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ ই প্রথম করেন। কি অদ্ভুত সুন্দর কনসেপ্ট!মন শিহরিত হল। কাদম্বরী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের যে আধ্যাতিক টান বা প্রেম, লোকে যে যাই বলুক না কেন আমি বারবার অন্তরের সেই শুদ্ধ ভালোবাসাকে কুর্নিশ করেছি এবং আমি জানি আমার মতো অনেকেই করেছেন।

শুধু কি প্রেম? যৌবনের প্রারম্ভে এসে রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনা আমাকে অনেক পরিণত করেছে। "লোকহিত " পরে গভীর ভাবে চিন্তা করেছি , সত্যি কোনো মানুষের উপকার করতে চাইলে কেমন ভাবে করা উচিত ; শিক্ষা নিয়ে তিনি যা বলেছেন , " শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়া চলি , বাহন করি না, " বা " বিদ্যা আবরণে , শিক্ষা আচরণে " -এই কথাগুলি চির-প্রাসঙ্গিক। হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান নিয়ে ওনার ধারণা আমার ধর্ম-নিরপেক্ষ মন কে ওনার প্রতি আরো আকৃষ্ট করেছে।

সক্রিয় রাজনীতি তিনি কোনওদিন করেন নি (কেন করেননি তার ব্যাখ্যাও তার বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়) কিন্তু তাঁর মতো একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক আমরা কজন ?ইতিহাস বই তে যখন পড়েছি ১৯০৫ [2] খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় কী রকম কাণ্ডারির ভুমিকা তিনি নিয়েছিলেন , জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের পর নিজের "নাইটহুড" উপাধি ফিরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি তখন তাঁর দেশপ্রেমের ভাবাবেগ আমাকেও স্পর্শ করেছে। তিনি রচনা করেছেন কত অজস্র কালজয়ী দেশপ্রেমের গান -সে গান গুলি শুনে সব সময় উদবুদ্ধ হয়েছি। " জন গণ মন " গান টি যখনি শুনি হৃদয়ে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি হয় এবং যথেষ্ট গর্ববোধ হয় এই ভেবে যে এই জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা আমাদের বঙ্গদেশের বাঙালি অতিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ।

শুধু দেশপ্রেমেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি কবিগুরু, তিনি জয়-জয়কার করেছেন বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্বের । একাদশ শ্রেণী তে উঠে যখন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে "ইন্টারন্যাশনালিস্ম" পড়া শুরু করলাম তখন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা কে নতুন করে বুঝতে শিখলাম। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্ব -মহাযুদ্ধ -কোনো যুদ্ধই তিনি মেনে নিতে পারেননি, তাঁর সৃষ্ট রচনা থেকে বারবার আমরা যুদ্ধবিরোধী বার্তাই পেয়েছি।

"বঙ্গমাতা" কবিতাটি আমাদের পাঠ্য বই তে থাকার দরুণ কবিতাটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। বঙ্গমাতা কে বলা কবির প্রতিটি কথা মর্মে প্রবেশ করেছিল। " দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান , খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান " , কবি এবং কবির পরিবার যেমন নিজেদের কে বাংলার বাইরে তথা ভারতের বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন , তেমন ভাবে তিনি আমাদেরকেও বিশ্ব মাঝে বিস্তৃত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর কী অপরূপ স্নেহময় ভঙ্গিতে তিনি বঙ্গমাতার সমালোচনা করেছেন ! তিনি বাঙালির ভুল আবার ধরিয়ে দিয়েছেন "দুরন্ত আশা" কবিতায়। তাঁর কবিতাগুলি পরে এই উপলব্ধি হয় যে, আত্মসমীক্ষা সব সময়ই গঠনমূলক , তাই নিজ জাতির ভুল শুধরে দিয়ে তিনি আমাদের নতুন দিশা দিয়েছেন।

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য ,উচ্চ যেথা শির " আমার এই প্রিয় কবিতাটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ব্যারাক ওবামাও তাঁর বক্তিতায় এই কবিতাটির উল্লেখ করে স্মরণ করেছেন যে তিনি কবিগুরুর এই ভাবধারায় প্রভাবিত।

"সংকোচের বিহবলতা নিজেরে অপমান " বা "ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান , নীরব হয়ে , নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ " -এই কথাগুলি আমায় আজীবন অনুপ্রেরণা দেয়।

২০২০ থেকে যখন Covid এর কালো ছায়া সারা পৃথিবীতে ছেয়ে আমাদের প্রত্যেকের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল তখনও অন্যদের মতো আমিও আশ্রয় নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের গানে/কবিতায় , কখনো গেয়েছি " জানো না রে অধো-উর্ধে বাহিরে অন্তরে , ঘেরি তোরে , নিত্য রাজ্যে সেই অভয় আশ্রয়" , কখনো গেয়েছি , "সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোনো শোনো পিতা " কখনো বা চীনের প্রতি রাগে , অভিমানে আবৃত্তি করেছি, "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু , নিভাইছে তব আলো , তুমি কী তাদের ক্ষমা করিয়াছ , তুমি কী বেসেছো ভালো ?"

আসলে জীবনে চলার পথে বাঁচতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । পথ যতই চড়াই বা উৎরাই হোক তার মধ্যে থেকেই বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে নিতে হবে আমাদের। আনন্দের ডালি নিয়ে প্রতি বছর আমাদের উপহার

দিয়েছেন রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব। আহা! রবীন্দ্র জয়ন্তী ছাড়া আমাদের বাঙালির সংস্কৃতি জীবনের কী যে হতো কে জানে!

এমনি এক রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনে বাবা-মায়ের সঙ্গে একবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম , সেই অভিজ্ঞতাও দুর্দান্ত। সুবিশাল অট্টালিকা , না জানি কত মহৎ স্মৃতির অধিকারী , সারি সারি ঘর , বারান্দা ,স্বনামধন্য ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। মনে হল ,আভিজাত্যে মোড়া এরকম এক ধনী পরিবারে জন্ম হয়েও কী করে তিনি দরিদ্রদের মনের কথা বুঝতে পারলেন , কেমন করে লিখলেন, " এ জগতে হায় ,সেই বেশি চায় , আছে যার ভুরি ভুরি ," কী ভাবে অনুভব করলেন শাস্তি গল্পের গ্রাম্যবধূ চন্দরার যন্ত্রণা বা পোস্ট অফিসের নিতান্ত সাদামাটা রতনের মনের কথা!

প্রথম যখন শান্তিনিকেতন গেলাম , চারধারের পরিবেশের এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করলাম। মনে হল ,এমন স্নিগ্ধ পরিবেশেই তো কালজয়ী সৃষ্টিরা কলমে আসে। নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠলাম , "আকাশ-ভরা সূর্য তারা , বিশ্ব ভরা প্রাণ .....। " আর অনুভব করেছিলাম কবিগুরুর আকাশের মতো উদার মন কে , কত অনায়াসে এই জমিদার পুত্র তাঁর স্থাবর , অস্থাবর যা কিছু আছে উজাড় করে দিয়েছেন আমাদের মতো জনসাধারণের কাছে , তাই না সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববন্দিত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী!

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা " হ্যাঁ সত্যি , প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা আমাদের এই বিশ্বকবির কাছেই জীবনবোধের পাঠ নিয়েছি। জীবনে আনন্দ , দুঃখ , প্রেম , শোক সবেতেই সঙ্গী হয়েছে রবীন্দ্র-সংগীত।

একবার কলকাতা বইমেলা থেকে একটা বই কিনেছিলাম , নাম , "তুমি রবে নীরবে " , কবির জীবনে অকালে চলে গেছেন তাঁর মা , স্ত্রী , এক পুত্র , এক কন্যা এমনকী শেষ বয়েসে এক নাতি ও , সেই বিষয়ে ছিল বই টি। প্রিয়জনের এই বিয়োগ ব্যাথা কীভাবে তিনি জয় করেছেন জানতে বইটি পরে শিউরে উঠলাম। এছাড়া , নিজের মৃত্যু নিয়েও তাঁর কালজয়ী গান " যখন পরবেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" আমায় শিখিয়েছে জীবনের চরম সত্যকে নির্বিকার চিত্তে মেনে নিতে।

"ভালো , মন্দ যাহাই আসুক , সত্য রে লহ সহজে "-কী নিখাদ বাণী তাঁর। দুর্লভ কবিতাটিতে লিখছেন , "দেখা হয়ে নাই চক্ষু মেলিয়া , ঘর হইতে শুধু দুই পা ফেলিয়া ,একটি ধানের শিষের উপর , একটি শিশির বিন্দু "-জীবনের ছোট ছোট অনুভূতির সন্ধান দিয়েছেন তিনি। তিনি শিখিয়েছেন দুঃখের মধ্যে দিয়েও বাঁচার রসদ খুঁজে নিতে , কঠিন পরিস্থিতিতেও নম্র থেকে জীবন পণ করতে ,কেউ সাড়া না দিলেও একলা পথ চলতে ; আবার সেই তিনি প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন -ঝরা পাতা , কাশফুল , শিউলি ফুল এরা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায় , কখনও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল কে স্পন্দিত করে গেয়ে উঠেছেন , "এসো হে বৈশাখ , এসো , এসো " , কখনও বসন্তকাল কে " পথভোলা পথিক " বলে সম্বোধন করেছেন , আবার চরম আধ্যাতিক ভাব চেতনা থেকে লিখেছেন , "রয়েছ তুমি একথা কবে , জীবন মাঝে সহজ হবে " বা " তোমারে যেন না করি সংশয় "।

ছোটবেলা থেকে স্কুলে না বুঝেই গেয়ে উঠেছি কবিগুরুর বিখ্যাত প্রার্থনা সংগীত "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে " আবার "আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে " এই গানটির প্রকৃত মর্মার্থ বুঝেছি এমবিএ করার পর। তাই আমার জীবনে চলার পথে তাঁর প্রভাব অশেষ , আজীবন।

As I sit down to write this, the first thing that strikes me is, why didn't I write this earlier? My eternally relevant Tagore! Even before I became self-aware, his creations have been entwined with my life, influencing me both consciously and subconsciously. This realization is the source of this article.

I was fortunate to study at the Nava Nalanda High School in Kolkata, India. The founders of our school, Mr. Arya Mitra and Mrs. Bharati Mitra, were alumni of *Shantiniketan* [1]. Naturally, their institution bore the imprint of Tagore's philosophy. At my school, Rabindra Jayanti, the birthday of Rabindranath Tagore, was celebrated with great enthusiasm every year. I had a copy of *Sahaj Path* (Easy Reading, an elementary book in Bengali language written by Tagore) even before I could truly read. I would recite "In the potter's lane, the bullock cart, loaded with pitchers and jars," and "The palm tree stands on one leg, peeking into the sky above all other trees." I also read *Meghmala's* stories. I did not know then who Tagore was; I simply enjoyed the rhythm and sweetness of his poems.

I also learned dance as a child at a school called *Rabitirtha*, established by none other than renowned Rabindra Sangeet singer Ms. Suchitra Mitra. That too bore "his" influence. The first dance I performed was to a *Rabindra Sangeet*: "Sunlight has smiled upon the clouds, the rain has gone, today is our holiday, dear brother!" or "In the paddy field, sunlight and shadow are playing hide and seek." From educational institute to dance school, he was omnipresent in my life from a tender age.

From childhood to grade 12, I studied Bengali as a subject. During this time, I read many of Tagore's poems, essays and short stories—*Slight Harm*, *The City Goddess*, *The Devotee*, *The Old Servant*, *The Divine Seize*, *Two Bighas of Land*. Each poem I read in my teenage years taught me a unique value which continued to stay through all these years. I read *Chhelebela* (Boyhood) during my own girlhood. The line "Boys from well-off families nowadays get everything so easily that they take a few bites and throw the rest away," left such a deep imprint in my mind that I still try to disprove it through my own actions.

In my youth, I dived into the ocean of his creations. My first understanding of love and spiritual love came through his songs: *"Dear, what is heartache? Dear, what is agony?" "Numerous times I had intended to ignore myself and offer my heart at your feet", "You will dwell quietly in my heart", "My day seems to end while I try to tune myself with you" ," I love, I love …"*— what is love without these songs?

Once, while writing a script for an audio drama in college, I came across these beautiful lines: *"I am sitting with all in hope of total ruin. I wait for the one who lets things drift, the one unseen, the one who loves from afar—my heart is entranced by that hidden love from the deep."* This introduced me to the sublime feeling of secret love. True love is eternal, infinite—as he writes in *"Hothat Dekha"* (A Sudden Meeting): *"All the stars of night lie hidden in the brightness of day."*

At times, I mistook devotional songs for love songs and vice versa. Later, I saw an interview of eminent Indian poet and novelist Mr. Sunil Ganguly about Rabindranath that resolved this confusion. Through that, I learned that the idea of "worshipping the beloved as divine" and "seeing the divine in the beloved" was first introduced in our subcontinent by none other than Rabindranath. What a beautiful concept—it gave me goosebumps! Whatever others may say, I have always revered the pure, spiritual love between Rabindranath and Kadambari Devi (his sister-in-law)—and I know many others do it too.

But was it only about love? As I entered adulthood, Rabindranath's thoughts on society deeply matured my thinking. After reading *Lokhit* (Public Welfare), I began reflecting on how one should truly help others. His thoughts on education—*"We carry education, we could not make it our vehicle"* or *"Knowledge adorns but education refines conduct"*—remain timeless. His vision for Hindu-Muslim co-existence also strengthened my secular mindset.

Although he never engaged in active politics (he explains why in several of his writings), few patriots were as sincere as him. When I read in my history text book about how he played a pivotal role during the 1905 [2] Bengal Partition movement, or how he did not hesitate to return his knighthood after the Jallianwala Bagh massacre, I was deeply moved by his patriotism. His countless patriotic songs have always stirred me. Every time I hear *"Jana Gana Mana"*, the Indian national anthem, I feel immense pride that its creator is our beloved Bengali poet, Tagore.

However, his thoughts were not limited to patriotism alone. He championed global brotherhood. In grade 11, while studying Political Science, the topic of internationalism, I began to understand his ideals in a new light. He opposed both the World Wars and his writings repeatedly delivered anti-war messages.

Because *Bangamata* (Mother Bengal) was in our text book, I memorized the entire poem. Every line addressed to Mother Bengal creeped into my heart and soul: *"Let each find their rightful place, searching far and wide…"* Just as the poet and his family spread beyond Bengal and India, he encouraged us to spread globally as well. And in what a tender way he critiqued Bengal's shortcomings! He pointed out our flaws in *Duronto Asha* (Wild Hopes) also, making us realize that self-criticism/introspection is constructive and can guide a nation.

His poem *"Where the mind is without fear…"* has been translated into many languages. Even former U.S. President Barack Obama quoted it in a speech, acknowledging its influence.

Lines such as *"Shying away in hesitation is self-humiliation"* or *"When ethics welcome blowing war-bugle, offer your life in silence, be humble"* continue to inspire me for life.

When the dark shadow of COVID spread across the globe in 2020, making life unbearable, like many others, I took refuge in Tagore's songs and poems. I sang *"Don't you know, above, below, outside and within, surrounds you that eternal refuge…"* or recited in anger and grief one of his poems *"Those who poisoned your air, extinguished your light—have you forgiven them? Have you loved them?"*

Truly, it is Tagore who taught me how to live. No matter how steep the path is, we must seek joy within it. Each year, Rabindra Jayanti (Tagore's birthday celebration) brings us joy anew. Aha! Who would have known what could have happened to our Bengali culture without Rabindra Jayanti!

On one such occasion, I visited Jorasanko Thakur Bari, the ancestral home of the Tagore family, along with my parents—it was a great experience. The majestic mansion stands tall reflecting past glory and innumerable great memories, its long corridors and large rooms upheld the legacy of the famous Tagore Building. I wondered how could someone born in such opulence understand the pain of the poor so deeply? How did he write, *"Alas, in this world, the one who has plenty desires even more…"* How did he feel the pain of Chandora, the village woman in *Shasti*, or read the mind of the innocent village girl Ratan from *The Post Office*?

When I visited Shantiniketan for the first time, I felt a strange sense of tranquility in the surroundings. It seemed one can pen timeless creations in such a serene environment. Immediately and unknowingly, I began singing: *"My heart sings at the wonder of my place , In this world of light and life…"* I felt the generous heart of the poet. So effortlessly, this land owner's *(Zamindar's)* son gave away all he had—material and intellectual, to all the common people like us and that is how Visva-Bharati was created—a university which is revered worldwide.

"I have made you the guiding star of my life." Yes, truly—generations after generation, we have learned the meaning of life from this world poet. In moments of joy, sorrow, love, grief—Rabindra Sangeet has been our constant companion.

Once, at the Kolkata Book Fair, I bought a book titled *"Tumi Robe Nirobe"* (You Will Dwell Quietly). It was about how he coped with the early loss of his mother, wife, a son, a daughter and even a grandson in his old age. Reading it, I was shaken. Through his song *"When my footsteps will no longer fall on this path…"*, he taught me to accept life's ultimate truth with tranquility and grace.

"Whatever may come, accept truth with ease"—what a clear discourse! In the poem *Durlabh* (Rare), he wrote: *"I travelled miles for many a year, I spent a lot in lands afar, I've gone to see the mountains, The oceans I've to view, But I haven't seen with these eyes, Just two steps from my home lies, On a corn of paddy grain, a glistening drop of dew."* He found meaning in life's smallest moments.

He taught us to find the means to survive even in sorrow, to stay humble in hardship, to walk alone when no one pays heed to your call and to sense the pulse of life in nature. Fallen leaves, *kash* flowers (wild sugarcane), *shiuli flower* (night-blooming Jasmine)—they all came alive in his poems. He welcomed the rough summers by singing—*"Come, O Baisakh, come, come!"* —called spring the "wandering traveler," and wrote with deep spiritual reflection—*"When will it become easy to realise that you are always there in life?"* or *"Let me not doubt you."*

As children, we sang his famous prayer song *"Purify my life with the purging touch of fire"* even without understanding it. Much later, as I pursued my Masters in Business Administration, I finally understood the true meaning of *"We are all Emperors in the kingdom of our Emperor"*. Thus, Tagore's profound influence on my life is eternal and everlasting.

References

[1] McLane, J. R. (1965). The Decision to Partition Bengal in 1905. *The Indian Economic and Social History Review*, *2*(3), 221-237. https://doi.org/10.1177/001946466400200302 (Original work published 1965)

[2] Gupta, U. D. (2002). In Pursuit of a Different Freedom: Tagore's world university at Santiniketan. *India International Centre Quarterly*, *29*(3/4), 25–38. http://www.jstor.org/stable/23005814

About the Author

Ms. Sumela Dutta, born and raised in Kolkata, holds a Master's in Economics from Calcutta University and an MBA in HR from IISWBM. With over a decade of HR experience in media and retail, she currently teaches Soft Skills, Organization Behaviour and HR as a visiting faculty at a reputed Indian B-school.

Her interests include creative dance, reading, writing, and travel. Passionate about mental health, she focuses on supporting women facing fertility challenges. Inspired by Tagore and Vivekananda, she believes in "Simple living and high thinking." She now lives in Mumbai with her husband and young son.

Rohita Biswas holds a Bachelor's and a Master's degree in Microbiology from the University of Mumbai, India, and is currently pursuing another Master's in Biomedical Sciences with a focus on microfluidics-based cancer research with the binational IMBS program at the University of Freiburg. After working for a few years as a Senior Copyeditor in academic publishing, she returned to research, combining a strong foundation in life sciences with a passion for scientific communication. She is currently completing her thesis on microfluidic optimization for live-cell imaging and works as an Editorial Assistant at JOSHA. Her interests lie at the intersection of cancer biology, emerging biomedical technologies, and science communication, with a deep commitment to making complex research accessible across disciplines and cultures.